তারিখ ০9 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

যুগান্তর

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

টাকা নেই ভবন নেই আছেন কেবল ভিসি

রাজশাহী ব্যুরো

এ বছর শুরু হয়েছে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দাফতরিক কার্যক্রম। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকেই উত্তরাঞ্চলের সব সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে। এজন্য ভাইস চ্যান্সেলরও (ভিসি) নিয়োগ হয়েছে। কিন্তু কাজে গতি নেই। রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এখনও

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

টাকা নেই ভবন নেই আছেন কেবল ভিসি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কোনো টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। ফলে নির্ধারিত সময়ে অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করা যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের সচিব একরামুল হককে ডেপুটেশনে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদায়ন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত সরকারের একটি টাকাও বরাদ্দ পায়নি। এমনকি নেই কোনো ব্যাংক হিসাবও। অর্থ বরাদ্দ পেলে তারা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ব্যাংকে হিসাব খুলবেন। এখন টাকার অভাবে দাফতরিক কাজ তেমন এগোচ্ছে না। এখন একটা কলম কিংবা কিছু কাগজের দরকার পড়লেও মেডিকেল কলেজ থেকে নিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কেনার সামর্থ না থাকায় কম্পিউটার দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। আর ফার্নিচার দিয়েছে জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট।

জানা গেছে, ২০১৬ সালে সংসদে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হয়। পরে এর গেজেট প্রকাশিত হয়। এরপর চলতি বছরের ১০ এপ্রিল নিয়োগ দেয়া হয় ভিসি। ৩০ এপ্রিল এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি হিসেবে যোগদান করেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ডা. মাসুম হাবিব। তবে এখন পর্যন্ত রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী কোনো ভবন নেই। সম্প্রতি রাজশাহী মেডিকেল ক্যাম্পাসের নার্সিং কন্টিনিউইং সেন্টারের দ্বিতীয় তলার ১১টি কক্ষে এর অস্থায়ী অফিস খোলা হয়েছে। তবে সেগুলো এখনও ব্যবহারের অনুপযোগী। সেগুলো সংস্কারের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে গণপূর্ত অধিদফতর। আর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য জায়গা পছন্দ করা হয়েছে নগরীর বড় বনগ্রাম মৌজায়।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৮৩ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটকে করা হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াজোঁ অফিস। সম্প্রতি ভিসি নিয়োগের পর রামেকের সচিবসহ চার কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ডেপুটেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পদায়ন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে গতি আনতে প্রয়োজন আরও জনবল। কিন্তু টাকার অভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়াও শুরু করা যাচ্ছে না। রামেকের সচিব একরামুল হক বলেন, এরই মধ্যে তারা রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাঁচ কোটি টাকার চাহিদা দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে। সেখান থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকার জন্য প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে সরকারের কাছে। কিন্তু এখনও মেলেনি কোনো টাকা। ফলে নিজস্ব অর্থ না থাকায় তারা দাফতরিক কাজে গতি আনতে পারছেন না।

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর মাসুম হাবিব পবিত্র হজ পালনে গেছেন সৌদি আরব। তার দায়িত্ব পালন করছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ইসমাইল খান। তবে তিনি রাজশাহী আসেন না। তাই এ ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলা যায়নি। তবে রামেকের সাবেক উপাধ্যক্ষ ডা. নওশাদ আলী বলেছেন, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে চাইলে অর্থেরও বরাদ্দ করা দরকার। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলে রাজশাহী অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরও উন্নতি হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই থাকবে এক হাজার শয্যার একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এখন যেসব রোগী ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তর করা হয়, সেসব রোগী তখন পাঠানো হবে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরও আগের মতোই এমবিবিএস চিকিৎসক তৈরি করবে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ। আর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন, সার্জারি, বেসিক সায়েন্স, প্যারা ক্লিনিক্যাল সায়েন্স, ডেন্টাল, নার্সিং, বায়োটেকনোলজি, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল টেকনোলজি ও প্রিভেনটিভ অ্যান্ড সোস্যাল মেডিসিন অনুষদের মাধ্যমে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে।

সেই সঙ্গে দক্ষ নার্স তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি নার্সিং ইন্সটিটিউটও স্থাপন করা হবে। তবে নগরীর বড় বনগ্রাম মৌজায় পছন্দ করা জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস ও হাসপাতাল তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এসবের কিছুই হবে না। ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার পরও ধীরে ধীরে সব অনুষদ চালু করতে সময় লাগবে বেশ কিছু দিন।

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........
তারিখ........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এন.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর